জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল

মানিক-এমরান পরিষদ

নির্বাচন '৮০

কবি জসীম উদ্দীন হল

নির্বাচনে

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

মনোনীত

মানিক-এমরান পরিষদের

পরিচিতি

সংগ্রামী সাথী বন্ধুরা,

রাজনৈতিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সচেতন অংশ হলো বাংলাদেশ। এই দেশের গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে যে অংশটুকু সর্বক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা অতীত থেকে পালন করে আসছে, সে অংশটুকু হলো ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ। যে ছাত্র সমাজ অতীতে এদেশের যুগেরা সমাজের পট পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়ে আসছে। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে স্বৈরাচার শোষকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর এই ছাত্র সমাজ। স্বাধীনতার পর স্বৈরাচার পুতুল সরকার (৭২ থেকে ৭৫) এ ছাত্র সমাজের ন্যায্য দাবীর দুর্বার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে, অন্যায়ভাবে দিয়েছিল জেল-জুলুম উপহার, শুধু তাই নয় হাজার হাজার মেহনতী মানুষের কণ্ঠস্বর এই ছাত্র সমাজকে গলা টিপে বন্ধ করে দিয়েছিল প্রতিবাদী স্বর। নির্মমভাবে হত্যা, আর সৃষ্টি করেছিল ত্রাসের রাজত্ব এই ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে; কলঙ্কিত করেছিল এই ছাত্র সমাজকে। অন্যায় আর অত্যাচারে প্রতিবাদী কণ্ঠ আবার বেজে উঠে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে। স্বৈরাচার সরকার পরিবর্তনের পর পর একজন ব্যক্তিত্ব কেন্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠালক্ষের এই দেশের মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে এই ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রসমাজ। অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ নিয়ে জন্ম নেয় ১৯৭৯ এর প্রথমে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল। বহুদিনের আশা-আকাংখার ফসল ঘরে তোলার জন্য ছাত্র সমাজ দর্বার আন্দোলনে শরীক হয়। হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের করীডোরে বেজে উঠে "উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম কর।" এই স্লোগানই হলো আমাদের লক্ষ্য। ছাত্র সমাজকে বেকারত্বের হাত থেকে মুক্ত করে সুন্দর দেশ ও ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা সর্বপ্রথমে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করে তাদের আমি কবি জসীমউদ্দিন হল সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়ন দিয়েছি। আপনাদের সচেতন বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে নির্বাচনের রায় আশা করছি।

যারা এ হলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রথম সারিতে ছিলেন তারা হলেন মানিক-এমরান পরিষদ। যদি মানিক-এমরান পরিষদের প্রতি আপনাদের রায় আসে তবে আপনাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে (হবে) বলে আশ্বাস দিতে পারি।

শুভেচ্ছা সহ

মাহমুদ হোসেন খান

চেয়ারম্যান, জসীমউদ্দিন হল নির্বাচন পরিচালনা কমিটি,
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল



সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—২

গোলাম মাওলা মানিকের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার গোলাম মাওলা মানিক জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন চঞ্চল, হাসিখুশী ও সদালাপী। প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায়ই সমাজে তাঁর সুনাম ছিল। কারণ, চুপ্ করে বসে থাকার পাত্র তিনি নন্। সমাজের প্রতি ক্ষেত্রেই কোননা কোন ভূমিকা গ্রহণ করাই ছিল তার নেশা। বয়- স্কাউট, ক্রীড়া, ক্লাব ও শিক্ষামূলক কাজে তিনি ছিলেন বহুল প্রশংসিত ব্যাক্তি।

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সালে নোয়াখালীর সেনবাগ থানার দক্ষিণ ইয়ারপুরস্থ "শিক্ষা সংঘর্ষের" সভাপতি হিসেবে তার বলিষ্ঠ নতৃত্বের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে খুলনা আজম খান বিশ্ববিদ্যালয় কমার্স কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হ'য়ে তিনি প্রচুর যশ ও সুনাম অর্জন করেন। ধর্মপ্রাণ, উচ্ছল ও অমায়িক হৃদয়ের প্রতীক হিসেবে তখন থেকেই তাঁর ব্যাক্তিত্বের চরম বিকাশ ঘটে। সাথে সাথে ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি সবার নিকট পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্নস্থানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ছোট ছোট বাহিনী পরিচালনা করেন। পরিশেষে, ১৯৭৯-৮০ সালে তিনি কবি জসীমউদ্দিন হলের ছাত্রসংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরেই তিনি কার্যকরী সহ-সভাপতির দায়িত্ব নেন্ এবং হলের বিভিন্ন সেবা ও কল্যাণমূলক কাজ করে সুখ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন।

জন্মস্থান নোয়াখালীর সেনবাগ থানা। ছোটবেলা থেকেই ক্লাব ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ১৯৬৯ সালে নোয়াখালীর শিক্ষা সংঘের (দক্ষিণ ইয়ারপুর) সভাপতি ১৯৭৩ সালে আজম খান কলেজের ছাত্র সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধি। স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭৯-৮০ সালে এই হলের কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত ও পরে কার্যকরী সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন হলের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও সেবামূলক কাজে নিয়োজিত।

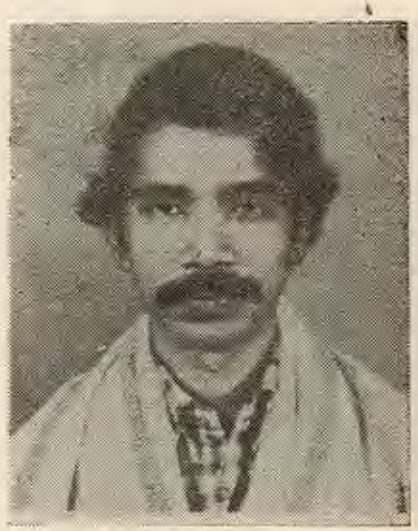
মোহাম্মদ এমরান উদ্দিন

প্রথম পর্ব (এম, এ,) ইতিহাস

মানিক-এমরান পরিষদে

সাধারণ সম্পাদক

ব্যালট নং—২



প্রয়োজনের সুস্পষ্ট তাগিদে বিপ্লব আর আন্দোলনের সূচনা হয় যুগে যুগে এর পাশাপাশি জন্ম নেয় তারুন্যের ভাস্কর কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মী দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনেই হয় যাদের জন্মগত অভ্যাস। সেই তারুন্যের উদ্দিপ্ত বিপ্লবী কর্মীদের সংগ্রামী কাফেলায় আমাদের একটি উজ্জ্বল সংযোজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রথম পর্বের ছাত্র মো: এমরান উদ্দিন যিনি কবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে সংগ্রামী চেতনায় অকুতভয় প্রার্থী।

শৈশব থেকে সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্ভাসিত এই তরুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন ন্যায় সংগত সংগ্রামের অংশীদারের মূর্ত প্রতিক। সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগীতা এবং অংশ গ্রহন ও তাহার বিপ্লবী মানসের সুন্দরতম বহি: প্রকাশ (ঢাকা পদাতিকের নাট্য শিল্পী)

ভদ্র, নম্র, বিনয়ী বন্ধুবৎসল এই সাথী আপনার সহানুভূতিশীল মনের সুচিন্তিত রায় চায়।

সহকারী সম্পাদক

মুঃ আবদুল মোমেন

২য় বর্ষ এল, এল, বি (অনার্স)

৪২৭, ক, জ, হল

ব্যালট নং—৩



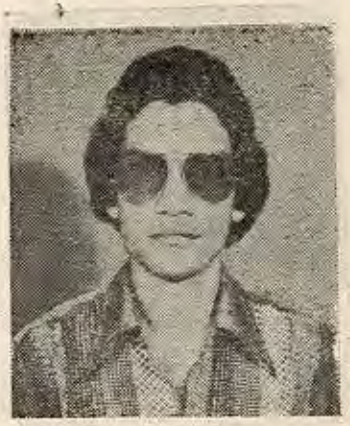
পরিচয় ও শিক্ষা জীবন ঃ—

মু: আবদুল মোমেন কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার এক রাজনৈতিক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা জীবনের উষালগ্নে অনন্য কৃতিত্বের সাথে বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পান এবং S. S, C পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৩টি লেটার সহ বৃত্তি পান। H. S, C পরীক্ষায়ও তিনি বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন, তারপর Agri-versity তে ছাত্র হিসাবে ভর্ত্তি হন কিন্তু রাজনীতি করার উদগ্র বাসনা নিয়ে স্বাধীনচেতা সাবলীল এই ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সম্মান শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। বর্তমানে ২য় বর্ষে আইন অধ্যয়ন রত শিক্ষকদের আশীর্বাদ পুষ্ট সর্বজন প্রিয় একজন কৃতি ছাত্র এবং **বিভাগীয় ছাত্রআন্দোলনের অগ্র নায়ক আইন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একজন পরিচালক সদস্য**। ৯৬৯ গণ আন্দোলনে দেবীদ্বার থানার স্কুল সমূহের নেতৃত্বে অংশগ্রহন করেন। ১৯৭১ এর সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কাজ করেন। দেশ স্বাধীনের পর এলাকার বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং বর্তমানেও এগুলোর সাথে জড়িত। তিনি দেবীদ্বার ডেল্টা পাঠাগারের একজন প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র সহ-সভাপতি। ১৯৭৮ এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ৯ দফা কর্মসূচীর ডাকে সাড়া দিয়ে কুমিল্লা সদর উত্তর রাজনৈতিক জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংগঠন ও প্রচার কার্য চালান এবং জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠার পরেই উক্ত দলে যোগদান করেন শ্রমিকদল ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কুমিল্লা সদর উত্তর জেলার অনন্য সংগঠক হিসাবে কাজ করেন।

ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা লগ্নে সংগঠনের স্বার্থে অকুতোভয় এই সাথীটি কাজ করেন। বর্তমানে কবি জসীম উদ্দীন হল, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে দায়ীত্বে আছেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সহকারী সম্পাদক পদে আপনাদের রায় চান।

মাহ্‌মুদ হোসেন খান

নির্বাচনী পরিচালনা বোর্ড



যোবায়েদুর রহমান (মিলন)

সাহিত্য সম্পাদক

৩য় বর্ষ সম্মান (পরীক্ষার্থী)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ব্যালট নং—৮

যোবায়েদুর রহমান (মিলন) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৃতীয় বর্ষ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্র। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তিনি দীর্ঘ সময় অবধি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আত্মনিয়োগ এবং সমাজকল্যাণ মূলক নানাবিধ সংগঠনের বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশনায় কর্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। বিদ্যালয় পাঠ কালীন অবস্থায় একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে সম্মান অর্জন করেছেন। একজন সুস্থ সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তার আকর্ষণ তখন থেকে প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি ভাবে তিনি গল্প, কবিতাও লিখেছেন এবং পত্রস্থ করেছেন। কলেজ জীবনে তিনি একজন সচেতন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাজনৈতিক চেতনায় বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সমর্থ হন। নোয়াখালী "প্রগতি সংসদ" এর সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ঢাকায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি একজন প্রিয় ও পরিচিত নাম। নান্দনিক নাট্য গোষ্ঠী কতৃক প্রকাশিত "নান্দনিক" পত্রিকার প্রধান সহকারীও 'বঙ্গদূত' এর সম্পাদক হিসেবে যোগ্যতর ভাবে কর্ম সম্পাদন করেছেন। বর্ত্তমানে 'বহু বচন' নাট্যগোষ্ঠীর প্রকাশনা বিভাগের একজন সদস্য ও সাপ্তাহিক "মানবতা"র একজন নিয়মিত লেখক এবং নবনাট্য প্রকাশনীর প্রকাশনা অধিকর্তা।

সম্পাদক, পাঠকক্ষ

মোহাম্মদউল্লা (রিংকু)

শেষ পর্ব ফিন্যান্স (পরীক্ষার্থী)

ব্যালট নং - ৩



মনন ও মানের উন্নতি করে পাঠ কক্ষের গুরুত্বের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধশালী পাঠকক্ষ সুস্থ জাতীয় বিকাশের সহায়ক উপাদান। আগত ১৭ই নভেম্বর হল সংসদ নির্বাচন। মোহাম্মদ উল্লাহ (রিংকু) আমাদের মনোনীত পাঠকক্ষ সম্পাদক প্রার্থী। স্মরণযোগ্য, রিংকু বিগত হল সংসদে আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। বিগত দিনে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তিনি ছিলেন সদা সপ্রতিভ। আমাদের সার্বিক দৈন্যতা তা'র কর্তব্য প্রয়াসকে করেছে নিদারুন ভাবে প্রতিহত। তবুও যাবতীয় প্রতিকুলতার বিপক্ষে রিংকু ভাই ছিলেন অনড়। সত্য বটে আমাদের চাহিদার সাপেক্ষে তার সফলতা নিতান্তই অপ্রতুল। কিন্তু সত্য অক্লেশে খেটে গেছেন রিংকু ভাই। হল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বই কেনার জন্য ৪০,০০০ টাকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি লাভ, পাঠকক্ষে রেডিও সেট স্থাপন, দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি তার নিরলস প্রচেষ্টা অর্জিত সফলতার যৎ সামান্য প্রয়াস মাত্র। ব্যক্তিগতভাবেও রিংকু ভাই সচেষ্ট। ফিনান্স এসোসিয়েসন এর লাইব্রেরীর দায়িত্বে নিযুক্ত রিংকু ভাই ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতাও কথিত এসোসিয়েসন গঠনের উদ্যোক্তা। পাঠকক্ষ বিনির্মান রিংকুর আবাল্য লালিত ইচ্ছা ও স্বপ্ন।



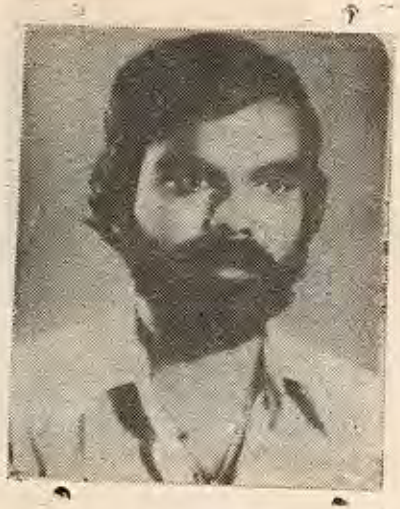
আভ্যন্তরীন ক্রীড়া সম্পাদক
সোহরাব উদ্দীন খান সুজন
২য় বর্ষ সম্মান দর্শন বিভাগ
কবি জসীম উদ্দন হল
ব্যালট নং—৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কবি জসীমউদ্দীন হলে খেলার আঙ্গিকে যার অপরূপ চারিত্রিক, মাধুর্য বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা, নিরলস কর্তব্যস্পৃহা, সংকীর্ণতা ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে যেতে যে ব্যক্তি তার অমায়িক ব্যবহার দিয়ে আমাদের এই জসীমউদ্দীন হলের সাধারণ ছাত্রদের সুখ-দুঃখের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিজেকে সমর্পিত করে রেখেছেন, তিনি হলেন সোহরাব উদ্দীন খান সুজন। আসন্ন হল-সংসদ নির্বাচনে আভ্যন্তরীন ক্রীড়া সম্পাদক পদপ্রার্থী, অতীত স্মৃতির রোমন্থনে যিনি স্কুল জীবনে কিশোরগঞ্জ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে এবং কলেজ জীবনে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল মহাবিদ্যালয়ে নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের সুখ-দুঃখের সাথে আন্তীকভাবে মিশেছিলেন। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সোহরাব সুজনের কর্মের প্রতিফলন ঘটেছিল গুরুদয়াল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ক্রীড়া সম্পাদক হিসাবে বিজয়ের মাধ্যমে এবং দর্শন বিভাগের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে সহ-সম্পাদক হিসাবে বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

সুযোগ্য নেতৃত্বের সম্ভবনায় ইঙ্গিতবাহী সোহরাব সুজনের যোগ্যতার পরিচয় ঘটেছিল ১ম বর্ষ দর্শন বিভাগের ফুটবল খেলায়—একজন অধিনায়ক এবং সুদক্ষ খেলোয়ার হিসেবে। কবি জসীমউদ্দীন হলে পা দিয়ে তিনি তার অসাধারণ সংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেছেন একাধিকবার।

সামাজিক কল্যানমূলক কাজেও সোহরাব সুজন অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি কিশোরগঞ্জ 'নবারুন সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে এখনও অধিষ্ঠিত। কিশোরগঞ্জ 'রোজ একাদশ ক্রীড়াচক্রের' একজন প্রতিষ্ঠাতা, অধিনায়ক এবং সুদক্ষ খেলোয়াড় সোহরাব সুজনের যোগ্যতারই ইঙ্গিত বহন করে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, অনুপম সংগঠক, হল সমস্যা সমাধান ও ক্রীড়া জগতের অগ্রসৈনিক তেজোদৃপ্ত সোহরাব সুজনের যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটুক আসন্ন হল-সংসদ নির্বাচনে আপনাদের সক্রিয় সমর্থনে তাকে আভ্যন্তরীন ক্রীড়া সম্পাদক পদে অধিষ্ঠানের মাধ্যমে।



মোঃ জাবীর ইমাম খান
৩য় বর্ষ (সম্মান)
নাট্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান
সম্পাদক পদ প্রার্থী

মোঃ জাবীর ইমাম খান স্কুল জীবন থেকেই নাটকের সাথে জড়িত। স্কুলে বার্ষিক নাটক প্রতিযোগীতায় তিনি প্রথম স্থান দখল করেন এবং বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ১৯৭৫ সনে তিনি "উদয়নালা" নাটকটি পরিচালনার সুযোগ পান। অভিনয় ও পরিচালনার দক্ষতা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় চলার পথে এবং ১৯৭৭ সনে ইবনাধী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক করে সম্মান কুড়ান। ১৯৭৭ সনেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হোতে আসেন এবং বিভিন্ন গোষ্টি তাকে আমন্ত্রণ জানান।

তিনি নিজে একটি গৌষ্টিকরার চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু কিছু অসুবিধার কারণে তিনি প্রথম "বাংলা সংস্থা" নামক নাট্য ও সামাজিক সাংস্কৃতিক গৌষ্টিতে যোগ দেন। সেখানে নাট্যপরিচালক মজিবুর রহমান মঞ্জুর সাহচর্যে আসেন। এবং পরে "বাংলা জননী" সংস্থারও সহকারী নাট্য পরিচালক নিযুক্ত হন। সংস্থার নাট্য পরিচালকের সহকারী হিসাবে থেকে তিনি কবি জসিমউদ্দিনের নক্সিকাথাঁর মাঠ গদ্যনাটকটিতে অভিনয় ও কাজ করেন। বর্তমানে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি বেশী ঝোক প্রদর্শন করেছেন। ১৯৭৯ সালে তিনি ছায়ানট্য বিদ্যালয়ে ভর্তী হন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে একাডেমিক শিক্ষা শুরু করে। ছায়ানটে ওস্তাদ বিথুনদের অসুস্থতার কারণে বর্তমানে তিনি ওস্তাদ আকুতার ছাদামানির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাই তিনি নিজেকে এই পদে কতখানি যোগ্য তা বিচার করার দায়িত্ব আপনাদের উপর দিয়েছেন।



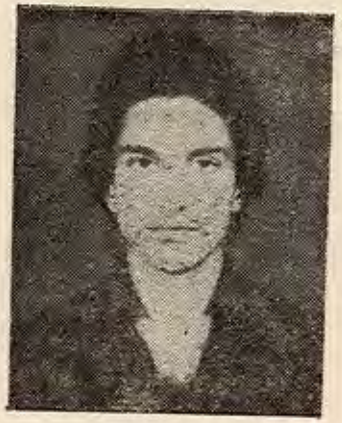
সম্পাদক, সমাজসেবা পদ প্রার্থী

আবুল বাশার

ত্রয়, এস, এস, শেষ পর্ব

ব্যালট নং—১

একজন মানুষ অন্যের কাছে পরিচিত হতে চায় এবং এ পরিচয়ের মাঝেই সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস পায়। প্রবাহমান জীবনের কর্ম স্রোতে এমন কিছু মুখ আমাদের মনে দাগ কেটে যায় যাদের ব্যক্তিত্ব আদর্শ সংগ্রামী মন গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে, তেমনি এক ব্যতিক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হচ্ছেন—আবুল বাশার। ঢাকার অদূরে ঘোড়াশাল ইউনিয়নের আটিরা গ্রামে ১৯৫৭ সালে তাঁর জন্ম। সেবার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি ছোট বেলা থেকেই আর্ত-মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। আর তাই তাকে চক্ষু শিবির, ছাত্র ফোরাম, আর্তমানবতার সেবা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন সেবা মূলক কাজে অংশ নিতে দেখা গেছে এবং অনির্বান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সমাজসেবা সম্পাদক। ১৯৭৩ সালে তিনি ঘোড়াশাল উচ্চ বিদ্যালয় হ'তে প্রথম বিভাগে এস, এস, সি, ১৯৭৫ সালে ঢাকা কলেজ হ'তে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র। ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আপন হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সম্পাদক, সমাজ সেবা পদে মনোনয়ন লাভ করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি আপনাদের রায় আশা করছি।



ব্যালট নং—২

ক্রীড়া সম্পাদক :

মীর মোজাম্মেল হোসেন

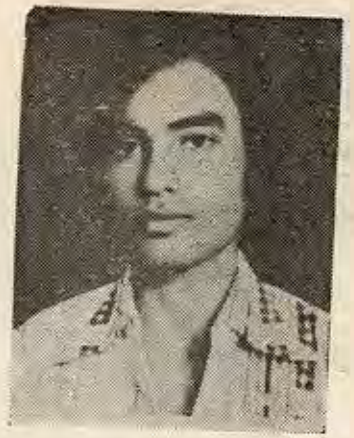
(লাবলু)

৩য় বর্ষ (সম্মান) দর্শন

মানুষ শুধু মাত্র ক্ষুন্নি বৃত্তিতে পরিতৃপ্ত নয়, এর—সাথে সাথে মানুষ আরো অনেক আনুষাঙ্গিকতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। তাই মানুষ এর পাশাপাশি ক্রীড়া সংগীত চর্চ্চা, সাহিত্য চর্চ্চা এবং আরো বিভিন্ন ধরণের কার্যাবলীকে নিজের মানসিক পরিতৃপ্তির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে।

কবি জসিম উদ্দিন হলের খেলাধূলায় যে নামটি সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে, তিনি হলেন আমাদের জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মনোনীত মানিক-এমরান পরিষদের ক্রীড়া-সম্পাদক পদপ্রার্থী মীর মোজাম্মেল হোসেন (লাবলু)। ক্রীড়াবিদ হিসেবে তিনি হলের গৌরব। কারণ বর্তমানে কবি জসিমউদ্দিন হলের ছাত্রদের মধ্যে লাবলুই একমাত্র ব্যক্তি, যে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একজন কৃতিমান খেলোয়াড়। বাল্যকাল থেকে খেলাধূলার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণই তাকে এ পর্যায়ে এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। মূল জীবন থেকেই খেলাধূলায় তিনি নৈপুণ্য প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় তার অধিনায়কত্বে তার টিম বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপের গৌরব অর্জন করেন। তিনি ফরিদপুর জেলা ফুটবল দলের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। ইহা ছাড়াও লাবলু দর্শন বিভাগ ছাত্র-সংসদের নির্বাচিত ক্রীড়া সম্পাদক। তার মত একজন কৃতিবান খেলোয়াড়কে আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মানিক-এমরান পরিষদে ক্রীড়া-সম্পাদক পদে মনোনয়ন দান করে অত্যন্ত আনন্দিত। ব্যক্তিগত জীবনে লাবলু অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র।

আসুন আমরা তার যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন করি।



সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদ প্রার্থী

আ, কা, সরফুদ্দৌলা
(ছোটলু)

১ম বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান (সম্মান)

ব্যালট নং • ১

যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার এক মুসলিম অভিজাত ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যপরায়ন পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন।

১৯৭৭ সনে যশোর জিলা স্কুল থেকে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে এস, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ৭৯ সালে যশোর সরকারী মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় থেকে থেকে কৃতিত্বের সহিত এইচ, এস সি পাশ করেন। দুটো পরীক্ষাতেই বৃত্তি লাভ করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র।

ক্রীড়া জগতে ছোটলু নামটি সুপরিচিত। এ পর্যন্ত তিনি ১২টি সমাজ-কল্যান প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও ৪টি ফুটবল টীমের সংগঠক। ১০টির ও অধিক জেলা পর্যায়ে পুরস্কার লাভ করেন।

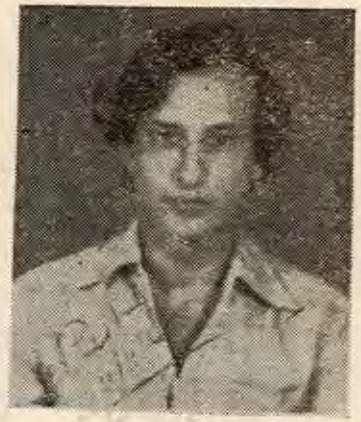
স্কুলে ও কলেজে একাধারে তিনি ফুটবল, হকি, ভলিবল ও বাস্কেট বল টীমের প্রধান ছিলেন। যশোর ১ম বিভাগ ফুটবল লীগের একজন নিয়মিত ক্রীড়াবিদ হিসাবে তিনি এক গর্ব।

বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের ক্রীড়াঙ্গনে ছোটলু একটী পরিচিত ব্যক্তিত্ব। হলের ইনডোর গেইমের সাম্প্রতিক উন্নয়নের ব্যাপারে তাহার অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি সদালাপী নম্র-ভদ্র ও সচ্চরিত্রবান। পড়ালেখার সাথে সাথে খেলাধূলাকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন।

সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ক্রীড়াকালের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছোটলু সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদে একজন যোগ্যতম প্রার্থী হিসাবে আপনার স্বীকৃতি প্রার্থী।

মো: ওবায়েদুল ইসলাম
(বাচ্চু)



শেষ পর্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (পরীক্ষার্থী)

কার্যকরী সংসদ সদস্য

কবি জসীম উদ্দিন হল।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বীর সৈনিক। স্কুল জীবন থেকে রাজনীতির সহিত জড়িত। স্বাধীনতা সংগ্রামে ৯নং সেক্টরের যোদ্ধা। ১৯৭২-৭৪ ইং তিনি ভোলার শাহবাজপুর কলেজ ছাত্রলীগের অন্যতম সহ সভাপতি ও শাহবাজপুর কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৫-৭৬ ইং তিনি বরিশাল জেলা ছাত্রলীগের সমাজ সেবা সম্পাদক ছিলেন। এবং বি, এম, কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন। ১৯৭৫-৭৬ ইং তিনি বি, এস, কলেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি একজন ভাল নাট্য কর্মী। তিনি "ঢাকা পদাতিক" (গ্রুপ থিয়েটার) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পরিচালনা বোর্ডের প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্ব।

বর্তমানে তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কবি জসীম উদ্দিন হল শাখার অন্যতম সহ সভাপতি।

আমাদের বিশ্বাস আপনাদের সুচিন্তিত রায় তাকে সংসদে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সমর্থন যোগাবে। তিনি আপনাদের আন্তরিক দোয়া কামনা করেন।

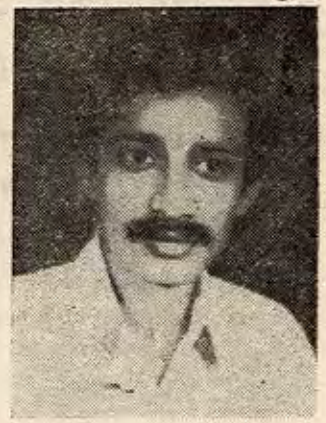
হল কার্যকরী সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী

মীর হোসেন চৌধুরী (মিলন)

শেষ বর্ষ এম. ত্রস. এস.

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

ব্যালটনং—১২



এবার আসুন আপনাদেরকে আমরা এমন একজন প্রতিভাধর, মেধাবী, সদালাপী, কর্মঠ, প্রানচাঞ্চল্যে ভরপুর এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবি জসীম উদ্দীন হলের অতি পরিচিত তরুণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই যার নাম মীর হোসেন চৌধুরী (মিলন)।

কৃতিত্বের দীপ্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত তাঁর শিক্ষা জীবন। তিনি সাফল্যের সাথে এ বছর বি, এস, এস সম্মান পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ হন।

স্কুল জীবন থেকে তিনি অত্যন্ত সাংস্কৃতিমনা ও সমাজসেবক। তাঁর জন্মস্থান কুমিল্লা জেলার হাজিগঞ্জে। তিনি "তরুন সংঘ" ও সপ্তগ্রাম জনকল্যাণ সমিতির" প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় এলাকায় একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরই তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে পড়েন। বিচিত্রা ফোরাম ক্লাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কোষাধ্যক্ষ এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়াও University Students Club-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আহবায়ক।

আসুন আমরা সবাই মিলে তাঁর মত একজন সাংস্কৃতিমনা ও সমাজসেবককে কবি জসীম উদ্দীন হল সংসদ '৮০ নির্বাচনে সদস্য পদে ভোট দিয়ে আরও একটি পবিত্র দায়িত্ব চাপিয়ে দেই।

ডাকসুতে

মিলন-কামাল পরিষদে ভোট দিন।



নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মাহমুদ হোসেন খান কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, এবং ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স ১৭, আজিমপুর রোড, ঢাকা-৫ থেকে মুদ্রিত।